BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১৪

Lecture Content

☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি-২

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

জাতীয় আয় ব্যয় রাজস্বনীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

❒ **জাতীয় আয়-ব্যয়**

জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো-

১. উৎপাদন পদ্ধতি; ২. আয় পদ্ধতি; ৩. ব্যয় পদ্ধতি;

❒ **উৎপাদন পদ্ধতি**

এ পদ্ধতিতে একটি সময়ে দেশে মোট যে পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্য যোগ করে জাতীয় আয় হিসাব করা হয়। মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

❒ **আয় পদ্ধতি**

এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের উৎপাদনে ব্যবহৃত সম্পদ উপাদানগুলোর আয় যোগ করে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়। উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণকারী লোকদের আয়করের উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বলতে শ্রমিকের মজুরি, জমির খাজনা, মূলধনের সুদ এবং সংগঠনের মুনাফাকে বোঝানো হয়।

❒ **ব্যয় পদ্ধতি**

এ পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হিসাব করার সময় দেশে মোট ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করা হয়। প্রতি বছর দেশে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তা থেকে প্রাপ্ত আয় ভোগ ও সঞ্চয়ে ব্যবহৃত হয়। আর এ সঞ্চয়ই হলো বিনিয়োগ। তাই কোন নির্দিষ্ট বছরে দেশের ভোগ্য ব্যয় এবং মূলধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে ব্যয় হয় এ দুয়ের সমষ্টিকে জাতীয় ব্যয় বলা হয়।

রাজস্বনীতি

রাজস্ব নীতিতে সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। রাজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার মূলত সরকারের আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায়, যাতে করে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হয়। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমানে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার

কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বান্ধব, উৎপাদনশীল, কর্মসংস্থানমুখী ও দারিদ্র্য নিরসনমুখী পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

❒ সরকারের আয়ের উৎস

বিভিন্ন ধরনের শুল্ক, আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, বিভিন্ন ধরনের কর, সুদ, ভূমি রাজস্ব, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, ব্যাংক ও বীমা থেকে আয়, স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন। বাংলাদেশে কর দুই ধরনের-প্রত্যক্ষ কর: ভূমি কর, আয়কর এবং পরোক্ষকর: মূল্য সংযোজন কর।

☑ সরকারি আয়

সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। আর অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে যেমন: ফি, মাসুল, টোল ইত্যাদি খাত হতে।

❒ সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি ব্যয়ের অধিকার নির্ধারণকালে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে বরাদ্ধ ও ব্যয় উৎসাহিতকরণ, বেসরকারি খাত কর্তৃক উৎপাদনশীল খাতে অধিক সম্পদ ব্যবহার, জনকল্যাণমুখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় অব্যাহত রাখা, সরকারি খাতের ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধন এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

তথ্য কণিকা

- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য-সামগ্রীর ও সেবাপণ্যের আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো- জাতীয় আয়।
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি- তিনটি।
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো হলো ১. উৎপাদন পদ্ধতি। ২. আয় পদ্ধতি ও ৩. ব্যয় পদ্ধতি।
- GDP ও GNP একই হয়- যখন আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় পরস্পর সমান হয়।
- GDP ও GNP-এর মূল পার্থক্য হলো- জাতীয় সীমানা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অবদান।
- নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মোট উৎপাদন, চাই তা দেশের নাগরিক বা বিদেশি নাগরিক কর্তৃক উৎপাদিত হোক সেটাকে বলা হয়- GNP।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী বর্তমানে জিডিপির (GDP) পরিমাণ – ৩০,২৯,২৭৩ কোটি টাকা।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ- ২,৮২৪ মার্কিন ডলার। (অর্থনৈতিক সমিক্ষা ২০২২)।
- বাংলাদেশের জিডিপির প্রধান খাত হলো- সেবা খাত।
- জাতীয় রাজস্ব আদায়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত আয়ের দেশে উত্তরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিনিয়োগের মোট আকার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অপরাধ দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থার (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক) উন্নয়ন ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার ও উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

তথ্য কণিকা

- ✓ ADP এর পূর্ণরূপ– Annual Development Programme.
- ✓ বাজেট দুই প্রকার। যথা: রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়নমূলক বাজেট।
- ✓ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত– উন্নয়নমূলক বাজেটের।
- ✓ বৈদেশিক অনুদান ব্যয় হয়– বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে।
- ✓ বাংলাদেশে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়নের হার– ৯০% এর বেশি।
- ✓ বিগত দশ বছর যাবত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎসের হার– ৫০ শতাংশের বেশি।

✓ বাংলাদেশ সরকার কত বছরের কর্মসূচী হিসেবে ADP ঘোষনা করে? – ১ বছর

✓ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) তে বরাদ্ধ (২০২২) ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ০৬৬ কোটি টাকা।

যে সংস্থা যা নিয়ন্ত্রণ/প্রণয়ন করে

ক্র.নং	সংস্থা/সেক্টর/পরিকল্পনা	মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ/কমিশন
১	জাতীয় রাজস্ব আয়/বীমা	অর্থ মন্ত্রণালয়
২	ট্যারিফ কমিশন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩	স্পারসো	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৪	শেয়ার বাজার	এসইসি
৫	পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	পরিকল্পনা কমিশন
৬	বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম	বিশ্বব্যাংক
৭	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৮	দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)	পরিকল্পনা কমিশন
৯	আদমশুমারি	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
১০	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন, এনজিওবিষয়ক ব্যুরো, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ	প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়

দারিদ্র বিমোচন

➢ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে– মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

দারিদ্র্য বিমোচন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ এবং একই সাথে সামাজিক উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে প্রতিবছর দারিদ্র্য হার ১.২ শতাংশ করে নামিয়ে আনার বিপরীতে বাংলাদেশে প্রতিবছর দারিদ্র্য হার ১.৭৪ শতাংশ হারেহ্রাস পেয়েছে (Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015)। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত দারিদ্র্য ব্যবধান অনুপাত ৮.০ এর বিপরীতে ৬.৫ অর্জন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল; বাংলাদেশ ২০১২ সালেই সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে (১৯৯১ সালে দারিদ্র্য সীমার হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১২ সালে ২৯.০ শতাংশ)। দারিদ্র্য হ্রাসের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। এ সফলতা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে। Human Development Report-2015 অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ১০৬টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ২০১৪ সালে ০.২৩৭ এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৭ এ ছিল ০.২৯২।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশ আয় ও মানব দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি রূপকল্প হিসেবে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, দারিদ্র্য নিরসনসহ আরও কতিপয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করেছে।

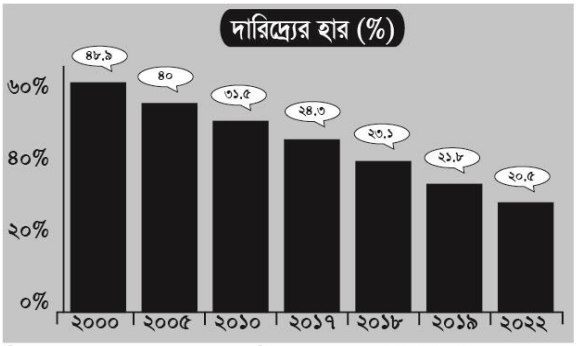

চিত্র: ২০০০ সাল থেকে ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯% থেকে ২০.৫% এ হ্রাস পেয়েছে

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি

জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য কমিয়ে আনা। UNDP- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে 'Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2015' শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'দারিদ্র্য ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট ১নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী রয়েছে।

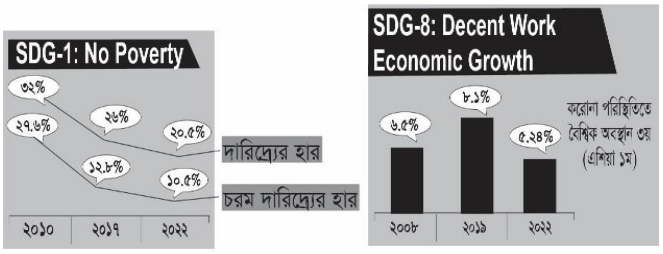

চিত্র: -SDGএর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা। উৎস: অর্থনৈতিক সমসীক্ষা-২০২২

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। **সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয় ২০১০সালে।** ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (Hard Core Poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রথমবারের মতো ১৯৯৫-৯৬সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার– ২০.৫%
- দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে কম যে জেলায়– পঞ্চগড়
- দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি যে জেলায়– জামালপুর
- PRSP-এর পূর্ণরূপ– Poverty Reduction Strategy Paper
- মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান– ১৩৩ তম।
- MDG- এর পূর্ণরূপ– Millennium Development Goals
- এমডিজি (MDGs) এর ১নং লক্ষ্য– ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য দূরীকরন
- SDG এর পূর্ণরূপ– Sustainable Development Goals
- SDG এর অন্যতম লক্ষ্য– দারিদ্র্য নির্মুল।
- বর্তমানে বয়স্ক ভাতার হার মাসিক– ৫০০ টাকা।
- বর্তমানে বিধবা ভাতার হার মাসিক– ৫০০ টাকা।
- দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতার-হার মাসিক– ৮০০ টাকা।
- প্রতিবন্ধী ভাতার হার মাসিক–৭৫০ টাকা।
- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার হার মাসিক– ২০,০০০ টাকা।
- বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্রের নিম্নসীমা– ১০.৫% এবং ঊর্ধ্বসীমা– ২০.৫ %
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) হলো– খাদ্য সহায়তার একটি কর্মসূচী।(চালু হয় ১৯৯৩ সালে)
- আশ্রয় হলো– দারিদ্র্য বিমোচন ও পূনর্বাসন একটি প্রকল্প।
- VGF-এর পূর্ণরূপ– Vulnerable Group Feeding
- VGD এর পূর্ণরূপ– Vulnerable Group Development
- অর্থবিভাগের প্রক্ষেপন অনুযায়ী (ফেব্রুয়ারি-২০২২) দারিদ্রের নিম্নসীমা– ১০.৫%

বাংলাদেশের দারিদ্র্য মানচিত্র

বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) দারিদ্র্য মানচিত্র তৈরি করেছে। ২০১০ সালে খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) এবং ২০১১ সালের আদমশুমারির আলোকে এটি প্রস্তুত করা হয়। বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ পোভার্টি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের তথ্যও এতে ব্যবহার করা হয়। ২৭ আগস্ট ২০১৪ আনুষ্ঠানিকভাবে দারিদ্র্য বিষয়ক এ মানচিত্র প্রকাশ করা হয়। মানচিত্রে ৭টি বিভাগে ৬৪টি জেলার ৫৪৪টি উপজেলায় মানুষের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা তুলে ধরা হয়।

তথ্য কণিকা

- নিম্ন দারিদ্র্যরেখায় বসবাসকারী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার– ১০.৫%
- দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার– ২০.৫%
- সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত বিভাগ– ময়মনসিংহ
- সবচেয়ে কম দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত বিভাগ– সিলেট
- দারিদ্র্য হারে শীর্ষ জেলা জামালপুর।
- কম দারিদ্র্য হারে শীর্ষ জেলা পঞ্চগড়।
- দারিদ্র্য হিসেবে গণ্য হয় দৈনিক আয়– ১.২৫ ডলারের কম হলে
- দারিদ্র্য হিসেবে চিহ্নিত হয়– দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করলে।
- চরম দারিদ্র্য– দৈনিক ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করলে
- দৈনিক ১ ডলার ৩৫ সেন্ট আয়কে সর্বনিম্ন ধরে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দারিদ্র পরিমাপ করাকে বলে– এশিয়ান পোভার্টি লাইন।

- বর্তমানে দারিদ্র্য নিরুপনে ব্যবহৃত পদ্ধতি– CBN (Cost of Basic Needs) [মৌলিক চাহিদা ব্যয়]
- ১৯৯৬ সালের পূর্বে দারিদ্র্য নিরুপনের জন্য ব্যবহৃত হতো– প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতি (Direct Calorie Intake-DCI)
- দারিদ্র বিমোচনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম–
  – পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS)
  – শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (UCD)
- এ পর্যন্ত বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে– ৭টি
- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ– ২০১৬-২০২০
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর উদ্দেশ্য– দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে– সমাজসেবা অধিদপ্তর।
- বাংলাদেশে বয়স্কভাতা কর্মসূচি চালু হয়– ১৯৯৮ সালে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণে NGO বা Non-Governmental Organization

১	ব্র্যাক	দেশের সবচেয়ে বড় এনজিও এবং সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী সংস্থা।
২	আশা	সামাজিক উন্নয়নে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে।
৩	প্রশিকা	১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জে কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৭৬সাল থেকে সংস্থাটি বৃহত্তর পরিসরে সারাদেশে কার্যক্রম শুরু করে।
৪	ব্যুরো বাংলাদেশ	এটি একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৯০ সালে টাঙ্গাইল জেলায় এর কার্যক্রম শুরু হয়।
৫	স্বনির্ভর বাংলাদেশ	১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

❒ কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশের কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে।

❒ প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা পুরুষ ২,৫০,০০০ এবং মহিলা ও ৬৫ উর্ধ্ব নাগরিক ৩,০০,০০ প্রতিবন্ধি ব্যক্তি শ্রেণি ৪,০০,০০০ এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ৪,২৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

❒ প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলাদায়েরের পূর্বে করদাতা কর্তৃক ১০ শতাংশ কর প্রদানের বিধান এবং একই সাথে ওয়েবার প্রদানের বিধান করা হয়েছে।

আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারনের লক্ষ্যে রাজউক, আরডিএ, সিডিএ, কেডিএ কর্তৃক গৃহসম্পত্তির নকশা অনুমোদনের পূর্বে টিআইএন গ্রহণের বিধান প্রবর্তন। এই সাথে ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে টিআইএন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

টিআইএন বরাদ্দের ক্ষেত্রে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন করদাতাদের জন্য টিআইএন ইস্যুর সময় এক হাজার টাকা অগ্রিম করা জমার বিধান তুলে নেয়া হয়েছে।

সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়নের জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষে বাংলাদেশি সফট্ওয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য ৫০ শতাংশ অবচয়ভাতা অনুমোদন করাহয়েছে।

❒ শুল্ক ব্যবস্থা

চার স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হলেও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক হার ১২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ বিশিষ্ট করায় পরিবর্তিত কাঠামোটি দাড়িয়েছে, ০, ৫, ১০ ও ২৫ শতাংশ বিশিষ্ট। সর্বোচ্চ শুল্ক কর ২৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি খাতের শুল্ক ও শতাংশ হতে ২ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

❒ মূল্য সংযোজন কর (মুসক) ব্যবস্থা

মূল্য সংযোজন কর (মুসক) ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সরলীকরণ

ক. এস.এম.ই খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মূসক প্রদানের সীমা বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৩ শতাংশ হারে কর প্রদান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

খ. আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য মূসক আইনের ধারা ৯ (১) (ঞ) সংযোজন করা হয়েছে;

গ. সংকুচিত ভিত্তিমূল্যকে যুগোপযোগী করার জন্য সংকুচিত ভিত্তিমূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের পরিবর্তন আনা হয়েছে।

❒ ব্যক্তি শ্রেণির করহার করমুক্ত আয়সীমা

- পুরুষ করদাতার করমুক্ত আয়সীমা – ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
- মহিলা ও ৬৫ উর্ধ্ব নাগরিক করদাতার করমুক্ত আয়সীমা – ৪ লক্ষ টাকা।
- প্রতিবন্ধী শ্রেণি করদাতার করমুক্ত আয়সীমা – ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা নাগরিক করদাতার করমুক্ত আয়সীমা – ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।
- আয়কর রিটার্ন পদ্ধতির ধারণ – সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি।
- সর্বোচ্চ রাজস্ব অর্জিত হয় – আয়কর থেকে।

❒ আয় স্তর করহার

- করমুক্ত আয়সীমার পরবর্তী ৪,০০,০০০ পর্যন্ত – ১০%।
- পরবর্তী ৫,০০,০০০ পর্যন্ত – ১৫%।
- পরবর্তী ৬,০০,০০০ পর্যন্ত – ২০%।
- পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর – ২৫%।
- অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর – ৩০%

কোম্পানির করহার

- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি (শর্ত সাপেক্ষে) – ২৫%।
- নন-পাবলিকলি ট্রেডেড – ৩৫%।
- পাবলিকলি ব্যাংক, বীমা ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান – ৪০%।
- নন পাবলিকলি ট্রেডেড –ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান – ৪২.৫%।
- মার্চেন্ট ব্যাংক – ৩৭.৫%।

সিগারেট কোম্পানি

- পাবলিকলি ট্রেডেড ও নন-পাবলিকলি ট্রেডেড – ৪৫%।

মোবাইল ফোন কোম্পানি

- পাবলিকলি ট্রেডেড – ৪০%
- নন-পাবলিকলি ট্রেডড – ৪৫%
- লভ্যাংশ আয় – ২০%
- ব্যবসায়িক টার্নওভারের উপর প্রদানের নূন্যতম কর – ০.৩০%।

তথ্য কণিকা

- কর হলো – সরবরাহকৃত দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ে সরকারি কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় মূল্য।
- কর সাধারণত – দু –প্রকার; যথা– ১. প্রত্যক্ষ কর ও ২. পরোক্ষ কর।
- প্রত্যক্ষ কর হলো – Income Tax (আয়কর)।
- পরোক্ষ কর হলো – মূল্য সংযোজন কর (VAT)।
- দেশের প্রথম ও একমাত্র কর ন্যায়পাল – খায়রুজ্জামান চৌধুরী।
- কর বিভাগ যে মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভূক্ত – অর্থ মন্ত্রণালয়।
- Tax-GDP Ratio_Gross Domestic Product (GDP) এর যে অংশ Tax থেকে অর্জিত হয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত– অর্থমন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাভুক্ত।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তার পদবি – চেয়ারম্যান।
- আয়কর (Income Tax) হলো– কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর ধার্যকৃত কর।
- ট্যারিফ হলো – আমদানি বা রপ্তানিকৃত পণ্যের শুল্ক একটি তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা থাকে।
- আয়কর রিটার্ন হলো – করদাতা তার আয়ের যাবতীয় উৎসসমূহ থেকে অর্জিত আয় এবং উক্ত আয়ের ওপর তাদের করের পরিমাণ উল্লেখ করে আয়কর বিভাগে নির্দিষ্ট ছকে যে বিবরণী দাখিল করে।
- খেলাপি কর দাতা (Assessee in Default) বলে– আয়কর প্রদান করতে ব্যর্থ করদাতাকে।
- প্রাইজবন্ডের পুরস্কার – করমুক্ত।
- বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর চালু হয় – ১ জুলাই ১৯৯১ ।
- Customs Duty হলো – আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর।
- অর্থের মূল্য বলতে বোঝায় – অর্থের ক্রয়ক্ষমতা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযক্ত হন – পদাধিকারবলে অর্থমন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব।
- যে আদেশবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠিত হয় – রাষ্ট্রপতির ৭৬ নং আদেশ বলে।
- কর পরিশোধের অনলাইনভিত্তিক নতুন পদ্ধতি ই-পেমেন্ট উদ্বোধন করা হয় – ২৬ মে, ২০১২।
- কর পরিশোধের অনলাইনভিত্তিক নতুন পদ্ধতি ই-পেমেন্ট উদ্বোধন করা হয়- ২৬ মে ২০১২।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন করের লক্ষমাত্রা–
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা– ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. উন্নয়নশীল দেশের জন্য কোনটা সবচেয়ে মঙ্গলজনক?
ক. দ্রুত উন্নয়ন
খ. উন্নয়নের গতি স্থির রাখা
গ. প্রযুক্তি কাজে না লাগানো
ঘ. সবগুলোই **খ**

২. পরিকল্পনা কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন মেয়াদে হবে?
ক. ২০১৫-২০১৯
খ. ২০১৬-২০২০
গ. ২০১৭-২-২১
ঘ. ২০১৮-২০২২ **গ**

৩. বাংলাদেশ সরকার কত বছরের কর্মসূচী হিসেবে ADP ঘোষণা করে?
ক. ১ বছর খ. ৩ বছর
গ. ৫ বছর ঘ. ২ বছর **ক**

৪. বিক্রয় কর একটি–
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. সম্পূরক কর ঘ. মূল্য সংযোজন কর **খ**

৫. আয়কর কোন ধারনের কর?
ক. প্রত্যক্ষ খ. পরোক্ষ
গ. বিক্রয় কর ঘ. কোনোটিই নয় **ক**

Teacher's Work

০১. একনেক (ECNEC)- এর প্রধান কে? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. অর্থমন্ত্রী
গ. বাণিজ্যমন্ত্রী ঘ. পরিকল্পনা মন্ত্রী

০২. বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. আয়কর খ. ভূমিকর
গ. আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

০৩. জাতিসংঘের 'Champion of the Earth' খেতাবপ্রাপ্ত কে? *[৩৯তম বিসিএস]*
ক. হিলারি ক্লিন্টন খ. থেরেসা মে
গ. এঞ্জেলা মার্কেল ঘ. শেখ হাসিনা

০৪. বাংলাদেশের বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে- *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. ভারত থেকে খ. চীন থেকে
গ. জাপান থেকে ঘ. সিঙ্গাপুর থেকে

০৫. বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বিষয় কি? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. প্রবাসী শ্রমিক খ. পাট
গ. রেডিমেট গার্মেন্টস ঘ. চামড়া

০৬. মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কখন থেকে চালু হয়? *[২৫তম বিসিএস]*
ক. ১ জুলাই, ১৯৯১ খ. ১ জুলাই, ১৯৯৩
গ. ১ জুলাই, ১৯৯৫ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৬

০৭. কোন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়? *[২৪তম বিসিএস]*
ক. আয়কর খ. আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক
গ. ভূমি রাজস্ব ঘ. মূল্য সংযোজন কর

০৮. দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? *[৩০তম বিসএস]*
ক. গজারিয়া খ. গাজীপুর গ. সাভার ঘ. ভালুকা

০৯. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হলেন–
ক. সচিব খ. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
গ. মাননীয় মন্ত্রী ঘ. মহাপরিচালক, বিআরডিবি

১০. BRAC এর পুরো নাম–
ক. Bangladeshs Rural and Credit Body
খ. Bangladesh Rusral of Credit Agency
গ. Bangladesh Rural Advancement Committee
ঘ. Bangladesh Road Advancement Corpora

১১. ECNEC stands for-
ক. Executive Committee of the National
খ. Executive Council of National Economic Committee
গ. Economic Committee of National Executives Council
ঘ. None of these

১২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থার নাম কী?
ক. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
খ. অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গ. পরিকল্পনা কমিশন
ঘ. জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি

১৩. পরিকল্পনা কমিশন কোথায় অবস্থিত?
ক. সচিবালয় খ. ক্যান্টনমেন্টে
গ. মৎস্যভবন ঘ. শেরে বাংলানগরে

১৪. উন্নয়নশীল দেশের জন্য কোনটা সবচেয়ে মঙ্গলজনক?
ক. দ্রুত উন্নয়ন খ. উন্নয়নের গতি স্থির রাখা
গ. প্রযুক্তি কাজে না লাগানো ঘ. সবগুলোই

১৫. পরিকল্পনা কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন মেয়াদে হবে?
ক. ২০১৫-২০১৯ খ. ২০১৬-২০২০
গ. ২০১৭-২-২১ ঘ. ২০১৮-২০২২

১৬. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশের কততম বাজেট?
ক. ৪৭তম খ. ৪৬তম
খ. ৫১তম ঘ. ৪৮তম

১৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয় কোন খাতে?
ক. কৃষি খ. শিক্ষা ও প্রযুক্তি
গ. স্বাস্থ্য ঘ. জনপ্রশাসন

১৮. বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) জন্য কত বরাদ্দ আছে?
ক. ১৭৩,০০০ কোটি টাকা খ. ২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা
গ. ৯৫০০ কোটি টাকা ঘ. ৬০০০ কোটি টাকা

১৯. বাংলাদেশে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে জিডিপির প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার কত?
ক. ৮.০০ শতাংশ খ. ৭.৫ শতাংশ
খ. ৭.৬৫ শতাংশ ঘ. ৭.৮০ শতাংশ

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	ক	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	গ	১০	গ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	খ		

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. বাংলাদেশ সরকার কত বছরের কর্মসূচী হিসেবে ADP ঘোষণা করে?

ক. ১ বছর খ. ৩ বছর
গ. ৫ বছর ঘ. ২ বছর

২. PRSP-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কি?

ক. Poverty Reduction Study Project
খ. Poverty Reduction Strategy Papers
গ. Poverty Reduction Scheme Papers
ঘ. None of the above

৩. বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কোন সংস্থা?

ক. অর্থ মন্ত্রণালয় খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গ. পরিকল্পনা কমিশন ঘ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৫. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five Year Plan) কোন মেয়াদকালের জন্য প্রযোজ্য ছিল?

ক. ১৯৭২-১৯৭৭ খ. ১৯৭৩-১৯৭৮
গ. ১৯৭৪-১৯৭৯ ঘ. ১৯৭৫-১৯৮০

৬. কোন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়?

ক. আয়কর খ. আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক
গ. ভূমি রাজস্ব ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৭. The Present per capita income in Bangladesh is:

ক. US$ 780 খ. US$ 1044
গ. US$ 980 ঘ. US$ 2824

৮. কর আদায়ের দায়িত্ব কার?

ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. বাণিজ্যক ব্যাংক ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয়

৯. বর্তমান আয়কর আইনে পুরুষদের জন্য নিম্নতর করযোগ্য আয় কত টাকা?

ক. ১,৬০,০০০ খ. ৩০০০০০
গ. ১,৮০,০০০ ঘ. ১,৮৫,০০০

১০. বিক্রয় কর একটি–

ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. সম্পূরক কর ঘ. মূল্য সংযোজন কর

১১. জাতীয় আয় কোনটি?

ক. দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ
খ. উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ
গ. উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর আর্থিক মূল্য
ঘ. রপ্তানি দ্রব্যের অর্থ

১২. প্রত্যক্ষ শুল্কের আওতায় পড়ে–

ক. আবগারী শুল্ক খ. বিক্রয় কর
গ. আয়কর ঘ. আমোদ কর

১৩. বাংলাদেশ সরকার যে উদ্দেশ্যে সিগারেট উৎপাদনে ট্যাক্স বসায়–

ক. রাজস্ব আয়
খ. রাজস্ব আয় এবং ধূমপান নিরুৎসাহিতকরণ
গ. ধূমপান নিরুৎসাহিতকরণ
ঘ. ধূমপানে উৎসাহদান

১৪. Which one of the following is a direct tax?

ক. Import duty
খ. Excise duty
গ. Supplementary duty
ঘ. Tax'deducted at source on professional income

১৫. ২০২২-২৩ সালে বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (এডিপি) বরাদ্দ কত টাকা?

ক. ২১,৫০০ কোটি টাকা
খ. ২৪৬০৬৬ কোটি টাকা
গ. ২৪,৫০০ কোটি টাকা
ঘ. ২৫,০০০ কোটি টাকা

১৬. বাংলাদেশে কত বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়েছে?

ক. ২৫ বিঘা খ. ১৫ বিঘা
গ. ২০ বিঘা ঘ. ৫০ বিঘা

১৭. কোন অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষাণা করেন?

ক. ড. এ. আর মল্লিক খ. তাজউদ্দীন আহমেদ
গ. ড. এম. এন হুদা ঘ. এম. সাইদুজ্জামান

১৮. Value-added tax (VAT) in Bangladesh was introduced on-

ক. 1st July, 1990 খ. 2nd June, 1988

গ. 13 July, 1992 ঘ. 1st July, 1991

১৯. সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?

ক. ব্যাংকের সুদ খ. ব্যাংক ও বীমার প্রিমিয়াম

গ. সেমিটেন্স ঘ. মূল্য সংযোজন কর

২০. ভূমিকর কোন ধরনের কর?

ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর

গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. উন্নয়ন কর

২১. বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে?

ক. প্রত্যক্ষ খ. পরোক্ষ কর

গ. ফি ঘ. সরকারি প্রতিষ্ঠানের লাভ

২২. আয়কর কোন ধারনের কর?

ক. প্রত্যক্ষ খ. পরোক্ষ

গ. বিক্রয় কর ঘ. কোনোটিই নয়

২৩. বিক্রয় করের বিকল্প হিসেবে কোন কর ধার্য করা হয়?

ক. সম্পদ কর খ. মূল্য সংযোজন কর

গ. আয় কর ঘ. দান কর

২৪. বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কত?

ক. ২৫.৬% খ. ২০.৫%

গ. ২৩.৬% ঘ. ২৬.৫%

২৫. গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির নাম কি?

ক. বার্ড খ. বিআরডিবি

গ. আরডিএ ঘ. আরএসএস

২৬. বাংলাদেশে কবে থেকে বয়স্ক ভাতা চালু হয়?

ক. ১৯৯৮ খ. ১৯৯৭

গ. ১৯৯৯ ঘ. ১৯৯৬

২৭. কোন সময়ে মঙ্গা দেখা দেয়?

ক. বৈশাখ-আষাঢ় খ. শ্রাবণ-ভাদ্র

গ. ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ঘ. পৌষ-মাঘ

২৮. গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

ক. সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা

খ. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান

গ. নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা

ঘ. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা

২৯. দারিদ্র্য বিমোচনে কোন কর্মসূচিটি এখন পর্যন্ত সফল হিসাবে বিবেচিত হয়?

ক. ক্ষুদ্র ঋণ খ. শিক্ষা

গ. সুশাসন ঘ. স্বাস্থ্য

৩০. দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের মেয়াদকাল কোনটি?

ক. জুলাই ২০১০ – জুন ২০১২

খ. জুন ২০১০-জুন – ২০১৪

গ. জুন ২০০৯-জুন – ২০১১

ঘ. জুন ২০০৯-জুন ২০১০

৩১. বাংলাদেশের সরকার বর্তমান নিচের কোন দলিলটি বাস্তবায়ন করছে?

ক. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP)

খ. Population Reduction Strategy Paper (PRSP)

গ. Poverty Reduction SYnthesis Paper (PRSP)

ঘ. Population Reduction Synthesis Paper (PRSP)

৩২. বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুমোদন করে যা ছিল –

ক. ২ বছর মেয়াদি খ. ৫ বছর মেয়াদি

গ. ৩ বছর মেয়াদি ঘ. ১ বছর মেয়াদি

৩৩. PRSP-এর শেষ P হলো–

ক. Poverty খ. Paper

গ. Plan ঘ. Public

৩৪. মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ কী ধরনের দেশ?

ক. উচ্চ আয়ের দেশ

খ. উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ

গ. নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ

ঘ. নিম্ন আয়ের দেশ

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	ক	৮	খ	৯	খ	১০	গ
১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ
২১	ক	২২	খ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	গ												

Self Study

১. **বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সন কোনটি?**
ক. ১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর
খ. ১ জুলাই- ৩০ জুন
গ. ১ বৈশাখ- ৩০ চৈত্র
ঘ. ১ মার্চ- ২৮ ফেব্রুয়ারি

২. **বাংলাদেশে কোন তারিখে থেকে অর্থবছর শুরু হয়?**
ক. ১ লা বৈশাখ খ. ১ লা জানুয়ারি
গ. ১ লা জুলাই ঘ. ৩০ শে জুন

৩. **বাজেট বলতে বুঝায়-**
ক. আগামী আর্থিক বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়
খ. বিগত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়
গ. যে কোন আর্থিক বছরের আয় ও ব্যয়
ঘ. ২০০৫-০৬ সালের আয়ও ব্যয়

৪. **কোন অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন?**
ক. ড. এ. আর মল্লিক খ. তাজউদ্দিন আহমেদ
গ. ড. এম. এন. হুদা ঘ. এম সাইদুজ্জামান

৫. **বাংলাদেশের সাধারণত প্রণয়ন করা হয়-**
ক. উদ্বৃত্ত বাজেট খ. ঘাটতি বাজেট
গ. সুষম বাজেট ঘ. সম্পূরক বাজেট

৬. **২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশের কততম বাজেট?**
ক. ৪৭তম খ. ৪৬তম খ. ৫১তম ঘ. ৪৮তম

৭. **২০২২-২৩ সালের বাজেটের স্লোগান কী?**
ক. উন্নয়নের জোয়ারে বাংলাদেশের
খ. কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন।
গ. উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ
ঘ. সমৃদ্ধ আগামির পথযাত্রা বাংলাদেশ

৮. **Who was the announcer of the Budget of the Bangladesh for fiscal year 2022-23?**
ক. Speaker fo the Parlament
খ. Finance Minister
গ. Finance Secretary
ঘ. Prime Minister of the Bangladesh

৯. **What is the size of national budget of Bangladesh for the FY 2022-23?**
ক. TK. 678,064 crore খ. TK. 503,681 crore
গ. TK. 630,381 crore ঘ. TK. 530,681 crore

১০. **বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ এ মোট ব্যয় ধরা হয়েছে-**
ক. ৪,০৩.৬৮১ কোটি টাকা খ. ৫,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
গ. ৬,০৩,৩৮১ কোটি টাকা ঘ. ৬,৬৮,৩৮১ কোটি টাকা

১১. **২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয় কোন খাতে?**
ক. কৃষি খ. শিক্ষা ও প্রযুক্তি
গ. স্বাস্থ্য ঘ. জনপ্রশাসন

১২. **ADP stand for-**
ক. Annual Development Programme
খ. Annual Development Plan
গ. Annual Development Policy
ঘ. None of these

১৩. **বাংলাদেশ সরকার কত বছরের কর্মসূচি হিসেবে ADP ঘোষণা করে?**
ক. ১ বছর খ. ৩ বছর
গ. ৫ বছর ঘ. ২ বছর

১৪. **বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) জন্য কত বরাদ্দ আছে?**
ক. ১৭৩,০০০ কোটি টাকা খ. ২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা
গ. ৯৫০০ কোটি টাকা ঘ. ৬০০০ কোটি টাকা

১৫. **চলতি আর্থিক বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি কত টাকা ধরা হয়েছে?**
ক. ১০০০ কোটি টাকা খ. ৪০০০ কোটি টাকা
গ. ৯৫০০ কোটি টাকা ঘ. ৬০০০ কোটি টাকা

১৬. **বাংলাদেশের ২০২২-২৩ সালের বাজেটে শিক্ষা খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে?**
ক. ৮১,৪৯৯ কোটি টাকা খ. ১৩,১৭৯ কোটি টাকা
গ. ২৫,২২০ কোটি টাকা ঘ. ৫০,০১৭ কোটি টাকা

১৭. **Budget শব্দের মূর অর্থ?**
ক. মূলধন খ. বণ্টন গ. মুনাফা ঘ. থলে

১৮. **নিরাপত্তা জাল কর্মসূচিতে সরকার বাজেটে কত কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে?**
ক. ১,১৩,৫৭৬ খ. ১৫,১১৯
গ. ১০,৫০০ গ. ১৭,৩২৭

১৯. **বাংলাদেশে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে জিডিপির প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার কত?**
ক. ৮.০০ শতাংশ খ. ৭.৫ শতাংশ
খ. ৭.৬৫ শতাংশ ঘ. ৭.৮০ শতাংশ

২০. **জাতীয় বাজেটের কালো টাকা সাদা করার সুযোগ প্রথম কখন দেওয়া হয়?**
ক. Fiscal year 1975-76
খ. Fiscal year 1972-73
গ. Fiscal year 1973-74
ঘ. Fiscal year 1977-78

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	খ	৬	গ	৭	খ	৮	খ	৯	ক	১০	গ
১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক

Class Exam

১. **২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশের কততম বাজেট?**

ক. ৪৭তম

খ. ৪৬তম

খ. ৫১তম

ঘ. ৪৮তম

২. **বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) জন্য কত বরাদ্দ আছে?**

ক. ১৭৩,০০০ কোটি টাকা

খ. ২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা

গ. ৯৫০০ কোটি টাকা

ঘ. ৬০০০ কোটি টাকা

৩. **বাংলাদেশে সাধারণত প্রণয়ন করা হয়-**

ক. উদ্বৃত্ত বাজেট

খ. ঘাটতি বাজেট

গ. সুষম বাজেট

ঘ. সম্পূরক বাজেট

৪. **চলতি আর্থিক বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি কত টাকা ধরা হয়েছে?**

ক. ১০০০ কোটি টাকা

খ. ৪০০০ কোটি টাকা

গ. ৯৫০০ কোটি টাকা

ঘ. ৬০০০ কোটি টাকা

৫. **আমাদের দেশে চরম দরিদ্র কারা?**

ক. যারা ১৮০৫ কিলোক্যালরির সমপরিমাণ খাদ্য পায়

খ. যারা ২২০০ কিলোক্যালরির সমপরিমাণ খাদ্য পায়

গ. যারা ২১১২ কিলোক্যালরির সমপরিমাণ খাদ্য পায়

ঘ. যারা ১৮০৫ কিলোক্যালরির সমপরিমাণ বা তারও কম খাদ্য পায়

৬. **বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্রের হার কত?**

ক. ২০.৫%

খ. ২৪.৫%

গ. ২৩.৬%

ঘ. ২৬.৫%

৭. **বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত অংশ হতদরিদ্র**

ক. ১৩,৬

খ. ১০.৫

খ. ১১.৯

ঘ. ১০.৫

৮. **বাংলাদেশে কবে থেকে বয়স্ক ভাতা চালু হয়?**

ক. ১৯৯৮

খ. ১৯৯৭

গ. ১৯৯৯

ঘ. ১৯৯৬

৯. **'একাধিক বাড়ি একটি খামার' চালু হয় কত সালে?**

ক. ১৯৯৮ সালে

খ. ১৯৯৭ সালে

গ. ১৯৯৬ সালে

ঘ. ১৯৯৯ সালে

১০. **PRSP এর পূর্ণরূপ কী**

ক. Poverty Reduction Study Project

খ. Poverty Reduction Strategy Papers

গ. Poverty Reduction Scheme Papers

ঘ. Power Reproduction Strategy Papers

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।